বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
কৃষি ব্যাংক ভবন
৮৩-৮৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

টেলিফোন ঃ ৭১৬২৬১৪, ৯৫৫৮৬০৭
ফ্যাক্স ঃ- ৯৫৬১২১১
ই-মেইল ঃ md@krishibank.org.bd

ডিওনং-প্রকা/শানিব্যউবি-১(১০২)এমসি-১৬/২০১৮-১৯/১৫৯৫

তারিখঃ ১৮-০৪-২০১৯ইং

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সচিবালয়।

অভিনন্দন বার্তা।

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এ ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে আমি বিগত ১৪-০২-২০১৮ তারিখে যোগদান করি। যোগদানের পরপরই ব্যাংকটিকে একটি সম্মানজনক অবস্থায় পৌছানোর জন্য বিগত ০৫-০৩-২০১৮ইং তারিখে ডিওনং-প্রকা/শানিব্যউবি-১(১০২)এমসি-১৬/২০১৭-১৮/৮১৩(১২৫০) এর মাধ্যমে ব্যাংকটি ধারাবাহিক মূলধন ঘাটতি, ক্রমাগত পরিচালন লোকসান, শ্রেণীকৃত ঋণের আধিক্য, প্রভিশন ঘাটতি ইত্যাদিসহ বহুবিধ ঋণাত্মক সূচক হতে উত্তোরন ঘটিয়ে ব্যাংকের সার্বিক ব্যবসায়িক পারফরমেন্স উন্নীত করার জন্য বছরের শুরুতেই পরিকল্পনামাফিক নিবিড় তদারকি, মাঠ পর্যায়ের সকলের অক্লান্ত পরিশ্রম, নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা, আন্তরিকতা ও দক্ষতার সাথে ব্যাংকের যাবতীয় কাজ সম্পাদনের প্রযোজনীয়তা বর্ণনা করে সব সহকর্মীদের ঐকান্তিক সহযোগিতা কামনা করেছিলাম। ব্যাংকের ব্যালান্সশীট এর আকার বৃদ্ধি ও হিসাবের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করণসহ উপরোক্ত ক্ষেত্রে পারফরমেন্স নির্দেশক সমূহের উন্নতির জন্য সকল ব্যবস্থাপকদের সাথে মতবিনিময়ের জন্য একাধিকবার বিভাগীয় সম্মেলন আয়োজন করে প্রত্যেককে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

০২। ব্যাংকের সার্বিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন বলে আমার বিশ্বাস। শুভ হালখাতা-২০১৯ উপলক্ষ্যে বিগত ১১-০৪-২০১৯ইং তারিখে একযোগে ব্যাংকের ১০৩৬টি শাখায় অত্যন্ত সফলভাবে মহাক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুভ হালখাতা-২০১৯ উপলক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সপ্তাহে (০৭-০৪-২০১৯ হতে ১১-০৪-২০১৯ পর্যন্ত) শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ের পরিমান ১১৮.৪৭ কোটি টাকা, মোট ঋণ আদায়ের পরিমান ৫৭৪.৭৮ কোটি টাকা, ঋণ বিতরনের পরিমান ৫৫৯.৩৭ কোটি টাকা এবং আমানত সংগ্রহের পরিমান ২৬১.১০ কোটি টাকা। শুভ হালখাতা-২০১৯ উপলক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সপ্তাহে প্রদত্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আপনাদের সকলের আন্তরিকতা, নিরলস পরিশ্রম ও সার্বিক কর্ম তৎপরতায় আমি অভিভূত। শুভ হালখাতা-২০১৯ উপলক্ষ্যে ব্যাংকের সার্বিক সাফল্য আপনাদের সকলের সম্মিলিত অর্জন, এ সফলতা আপনাদের সকলের। এ সফলতার জন্য আমি আপনাদেরসহ ব্যাংকের সর্বস্তরের নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। বছরের অবশিষ্ট সময়ে এ সফলতার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে বাৎসরিক ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনের জন্য সকলকে আন্তরিক হবার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

০৩। ব্যাংকের সদ্য সমাপ্ত শুভ হালখাতা-২০১৯ অনুষ্ঠানের অর্জন বিগত বছরের অর্জনকেও অতিক্রম করেছে, যার একটি তুলনামূলক তথ্যচিত্র নিম্নরূপঃ

(কোটি টাকায়)

খাতের নাম	শুভ হালখাতা-২০১৮ এর অর্জন	শুভ হালখাতা-২০১৯ এর অর্জন	কম/বেশি	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	পুঞ্জিভূত অর্জন (১১-০৪-১৯)	হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়	৮৬.১৭	১১৮.৪৭	৩২.৩০	২০০০.০০	৯৮২.৮৯	৪৯%
আমানত সংগ্রহ	২০৪.৪৩	২৬১.১০	৫৬.৬৭	৩৯৪০.৩৯	৭৬৮.৪৯	২০%
নতুন আমানত হিসাব খোলা	-	১৭৯৮৯ টি	-	৫০০০০০ টি	২৭৪৪৬১টি	৫৫%
মোট ঋণ বিতরণ	৩৮৯.৮৬	৫৫৯.৩৭	১৬৯.৫১	১২৫০০.০০	৬৩৬৭.২৮	৫১%
ঋণ স্থিতি বৃদ্ধি	৮.৯১	৬১.৭৯	৫২.৮৮	৫০২০.১১	৬৫৬.৪৪	১৩%
শ্রেণীযোগ্য ঋণ আদায়	২৭৪.৬৮	৪৫৬.৩১	১৮১.৬৩	৭৫৯৪.৪৮	৬০৯৯.৮৯	৮০%
মোট ঋণ আদায়	৪৭৪.৩৫	৫৭৪.৩৮	১০০.০৩	৯৫৯৪.৪৮	৭০৮২.৭৮	৭৪%
শ্রেণীকৃত ঋণ স্থিতি ও হার	৩৫৯০.৩৯ ২০%	৩২০১.৫৫ ১৬%	(৩৮৮.৮৪)	৩০০০.০০	৩২০১.৫৫	৯৪%

চলমান পাতা-০২

০৪। আমানত সংগ্রহঃ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দীর্ঘ ৪৬ বছরের একটি ঐতিহ্যবাহী ব্যাংক। দেশব্যাপী ১০৩৬ টি শাখার মাধ্যমে পরিচালিত ব্যাংকটির বর্তমান আমানত ২৪৮২৮.১০ কোটি টাকা, যা ব্যাংকের বয়স, শাখা ও স্থাপনার তুলনায় যথার্থ নয়। উল্লেখ্য লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১১-০৪-২০১৯ইং ভিত্তিক আমানত সংগ্রহের অর্জন সন্তোষজনক নয়। আমানত ব্যাংকের "লাইফ ব্লাড"। আমানত বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিচালন ব্যয় তথা Cost of Capital কমানোর প্রয়াসে আমানত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জন নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে নতুন প্রবর্তিত ৪ টি আমানত স্কীমের প্রতিটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক খোলার জন্য প্রত্যেক শাখা/অঞ্চল/বিভাগ নিজ নিজ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে আমানত সংগ্রহের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করবে। বিশেষ করে ২৩ হিসাব খাতের যে সকল দ্বিগুণ মুনাফা স্কীম (Double Profit Scheme) হিসাব মেয়াদপূর্তি হয়েছে সেসকল হিসাবের স্থিতি পুণরায় ত্রৈমাসিক মুনাফা স্কীমের আওতায় নতুন হিসাব খুলে টাকা জমা রাখার জন্য গ্রাহককে অনুপ্রাণিত করতে হবে। আমানত সংগ্রহের যাবতীয় কলাকৌশল অবলম্বন করে সুদবিহীন এবং কম সুদবাহী আমানত সংগ্রহের মাধ্যমে সুদ ব্যয় কমিয়ে আনাসহ সুদৃঢ় আমানতের ভিত্তি গড়ে তুলতে হবে। শাখার প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে চলতি অর্থবছরের অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে বিশেষ স্কীম/সঞ্চয়ী/চলতি আমানত হিসাব খোলার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দিতে হবে।

০৫। ঋণ বিতরণঃ

লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ঋণ বিতরণ সন্তোষজনক নয়। তাই আরও অধিক সংখ্যক ও পরিমানে গুণগত এবং মানসম্পন্ন নতুন ঋণ বিতরণের মাধ্যমে চলতি অর্থবছরের অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে বার্ষিক ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জন নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে একক অংকের (Single Digit) সুদের হার কাজে লাগিয়ে নতুন ভাল ভাল ঋণগ্রহীতার মধ্যে ঋণ বিতরণ করতে হবে। প্রত্যেক শাখা/অঞ্চল/বিভাগের ঋণগ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জন অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।

০৬। ঋণ আদায়ঃ

শুভ হালখাতা-২০১৯ অনুষ্ঠান সফলভাবে পালন ও অর্জন সন্তোষজনক হলেও অর্থবছরের মোট ঋণ আদায়ের বিপরিতে এ পর্যন্ত আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও আমরা পিছিয়ে আছি। খেলাপী ঋণ নগদে আদায়, খেলাপী ঋণ হ্রাসসহ আদায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পাশাপাশি ঋণ প্রদানে নতুন তহবিল সরবরাহ সহ অনারোপিত সুদ আরোপ ও সুদ অনিশ্চিত খাত হতে আয় হিসাবে স্থানান্তরের মাধ্যমে ঋণ আদায়, বিতরণ, ৫২ স্থগিত সুদ খাত হতে স্থানান্তরের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করে থাকে। তাই চলতি অর্থবছরের অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে ঋণ আদায় লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জন নিশ্চিত করতে হবে। ইতোমধ্যে পুণঃতফশিলকৃত ঋণ ও পুণঃতফশিলযোগ্য ঋণ নগদে আদায়ের উপর জোর দিতে হবে। ৩০ শে এপ্রিল ২০১৯ এর মধ্যে NCL ও WCL-2 শতভাগ আদায় নিশ্চিত করতে হবে। নতুন করে কোন ঋণ শ্রেণীকৃত হতে দেয়া যাবে না। ঋণ ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আনয়নের জন্য সময়মত ঋণ হিসাব নবায়ন করা, নতুনভাবে শ্রেণীকরণরোধ, মেয়াদোত্তীর্ণ ও সীমাতিরিক্ত ঋণের ক্ষেত্রে সীমাতিরিক্ত টাকা আদায় করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নবায়ন/আদায় নিশ্চিত করতে হবে। শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ যথাযথ ডাউন পেমেন্ট (Down Payment) আদায়পূর্বক ঋণ গ্রহীতার নগদ প্রবাহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পুণঃতফসিলের মাধ্যমে Non Performing Asset কে Performing Asset এ রুপান্তর করণ অব্যহত রাখতে হবে। ইতোমধ্যে পুনঃতফশীলকৃত ঋণ হিসাবসমুহ নিয়মিত রাখার তদারকি জোরদার করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক পুণঃতফসিলকৃত ঋণসমুহ আদায়ে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। অবলোপনকৃত ঋণ আদায় ব্যাংকের আয় তথা সঞ্চিতিকে শক্তিশালী করে বিধায় অবলোপনকৃত ঋণ আদায়কে জোরদার করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিদ্যমান নীতিমালার আওতায় সুদ মওকুফের মাধ্যমেও ঋণ আদায়কে ত্বরান্বিত করার উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে। ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে দায়েরকৃত মামলাসমুহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইনজীবির সাথে আলোচনা করে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহনের মাধ্যমে বিচারাধীন মামলা হ্রাস করতে হবে। স্বরণ রাখবেন, কোন ঋণ-ই তামাদিতে পরিনত হতে দেয়া যাবেনা।

০৭। কাজের পরিবেশঃ

সময়মত অফিসে আসতে হবে। কাজের সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে শাখা/কার্যালয়কে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন করতে হবে, নতুন নতুন গ্রাহক সংগ্রহ করতে হবে। প্রয়োজনে শাখা/কার্যালয়ের বর্তমান আসবাবপত্রের পরিবর্তে নতুন আসবাবপত্র সংগ্রহ করতে হবে। শাখায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ রাখার জন্য বিভাগীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে জেনারেটর ক্রয় ও স্থাপন করতে হবে।

চলমান পাতা-০৩

০৮। উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষাপটে আগামী জুন ২০১৯ এর মধ্যে সম্ভাব্য সকল কলাকৌশল অবলম্বনপূর্বক খেলাপী ঋণ আদায়, আমানত সংগ্রহ, ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায়ের পুনঃনির্ধারিত বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাংকের যাবতীয় কর্মকান্ডে অধিকতর গতিশীলতা আনয়নের নিমিত্তে এখন থেকেই সকলের সদিচ্ছা, বলিষ্ট নেতৃত্ব ও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। এছাড়া জুন ২০১৮ ও ডিসেম্বর ২০১৮ ভিত্তিক যে সকল শাখা লোকসান বহন করেছে, সে সকল শাখাকে অবশ্যই লাভজনক শাখায় পরিনত করতে হবে এবং নতুনভাবে কোন শাখাকে লোকসানী শাখায় পরিনত হতে দেয়া যাবেনা।

০৯। ব্যাংক একটি সেবাধর্মী আর্থিক প্রতিষ্ঠান। সেবা প্রদানের পাশাপাশি মুনাফা অর্জন ব্যাংকের অন্যতম লক্ষ্য। তাই সুদবিহীন ও কমসুদবাহী পর্যাপ্ত কোর (Core) আমানত সংগ্রহ, অধিক নতুন ঋণ বিতরন, শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়, ৫২ স্থগিত খাতের ঋণ আদায়, Anciliary ব্যবসা সম্প্রসারন, বৈদেশিক বানিজ্য ব্যবসা সম্প্রসারন ইত্যাদি এর মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি ও নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় হ্রাস করে আগামী ৩০-০৬-২০১৯ইং তারিখে ব্যাংকটিকে লাভের ধারায় ফিরিয়ে আনার কোন বিকল্প নেই। শুভ হালখাতা-২০১৯ এর সাফল্য আমাকে এ বিশ্বাস এনে দিয়েছে যে, আপনাদের চেষ্টায় আগামী ৩০-০৬-২০১৯ইং তারিখে ব্যাংকটিকে লাভের ধারায় ফিরিয়ে আনা সম্ভবপর হবে।

১০। সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আমাদের প্রিয় ব্যাংকটিকে লাভজনক ব্যাংকে রুপান্তরই হোক আমাদের লক্ষ্য। শুভ হালখাতা-২০১৯ এর সফলতার ধারাবাহিকতায় অর্থবছরের অবশিষ্ট সময়ে প্রতিটি নির্দেশক শতভাগ অর্জনে নিবিড় তদারকি, প্রত্যেকের কঠোর পরিশ্রম এবং সর্বাত্নক প্রচেষ্টা কাংখিত সফলতা বয়ে আনবে বলে আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি। আর এ লক্ষ্যে আসুন আমরা সকলে মিলে একসাথে কাজ করি। পরিশেষে আমি সকল সহকর্মীদের ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি এবং ব্যাংকের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। পরিশেষে সবাইকে আবারো বাংলা নববর্ষ-১৪২৬ এর শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

শুভেচ্ছান্তে,

(মোঃ আলী হোসেন প্রধানিয়া)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মহাব্যবস্থাপক, সকল বিভাগীয় কার্যালয় ও স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়
উপমহাব্যবস্থাপক, সকল কর্পোরেট শাখা
সকল মুখ্য আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
সকল শাখা ব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

ডিওনং-প্রকা/শানিব্যউবি-১(১০২)এমসি-১৬/২০১৮-১৯/১৫৯৫ তারিখঃ ১৮-০৪-২০১৯ইং

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

০১। স্টাফ অফিসার, চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রকা, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়গণের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রকা, ঢাকা।
০৪। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৫। মহাব্যবস্থাপক ও অধ্যক্ষ, স্টাফ কলেজ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মিরপুর, ঢাকা।
০৬। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। উপরোক্ত পত্রটি ব্যাংকের ওয়েব-সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইসিটি সিস্টেমস কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগকে অনুরোধ করা হলো।
০৭। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৮। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৯। নথি/মহানথি।

১৮/০৪/১৯

(মোঃ শহিদুল ইসলাম)
মহাব্যবস্থাপক
পরিকল্পনা ও পরিচালন মহাবিভাগ